



BRNL/CS/2021-22/11

2nd July, 2021

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
(BSE Scrip Code: 540700)

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051
(NSE Symbol: BRNL)

Dear Sir,

Sub.: Board Meeting dated 29th June, 2021 - Publication of Financial Results

Dear Sir,

Pursuant to Schedule III Part A Para A Point 12 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in continuation to our letter No. BRNL/CS/2021-22/10 dated 29th June, 2021 with regard to Outcome of Board Meeting, please find enclosed herewith, copy of the extract of Audited Financial Results for the Financial Year ended 31st March, 2021 as published in English and Regional Newspaper (Bengali).

The same shall also be made available on the Company's website www.brnl.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bharat Road Network Limited
Naresh Mathur
Company Secretary
FCS 4796



Bharat Road Network Limited

CIN: L45203WB2006PLC112235

Registered Office: Plot No. X1 – 2 & 3, Ground Floor, Block – EP, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091

Tel.: +91 33 6602 3609 Email: corporate@brnl.in

Website: www.brnl.in

Aajkaal Publishers Pvt. Ltd.



B P-7, Sector V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Phone (033) 4082 0800, 6615 8800,
Fax : 23675502, 23675503
CIN : U22121WB1979PTC032217
E-mail : mail@ajkaal.net

Dear Sir,

We do regret to inform you that due to unavoidable circumstances and technical reasons we have not been able to publish your advertisement of BRNL measuring 20 cm height x 16 cm width in today's edition of Aajkaal dated July 1, 2021.

We are extremely sorry for the inconvenience caused.

Would request your kind permission if we may please publish the advertisement in tomorrow's edition as a remedial measure.

Our due apologies once again.

Yours sincerely,

Vivekjoyti Choudhury
Senior Manager
Aajkaal

NB: As spoken, may you please note that because of Covid the marketing persons have not been attending office now. So would request you to kindly consider the mailed version of the 'letter of apology' only instead of the 'letter-head version'.



» চীনা মাঞ্জায়

আহত দম্পতি

ফের মা উড়ালপুলে চীনা মাঞ্জায় বড় দুর্ঘটনার গুরুতর জখম দম্পতি। বৃহস্পতিবার ওই দম্পতিত বাইকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই এজেসি বনু রোডের কানেক্টরের কাছে চীনা মাঞ্জা মুখে জড়িয়ে যায়। বাইকের সামনের চাকায় জড়িয়ে যাওয়ায় তারা ছিটকে পড়েন। চীনা মাঞ্জার কারণে মাঙ্ক কেটে গাল কেটে যায়। পুলিশ দু'জনকে উদ্ধার করে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকলেও ফের চীনা মাঞ্জার ব্যবহার শুরু হয়েছে। চীনা মাঞ্জায় আহত হওয়ার ঘটনা বারে বারেই ঘটেছে উড়ালপুলে। এমনকী মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি দলও গঠন করেছে কলকাতা পুলিশ। গত বছরই চীনা মাঞ্জার ওপর নিষন্ত্রণ আনতে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কোথা থেকে ঘুড়ি ওড়ানো হচ্ছিল, তা দেখছে পুলিশ।

» জামিন নিলেন

ব্যাঙ্কশাল আদালতে জামিন নিলেন বামেন্দ্রী মীনারকী মুখার্জি, কনীন্দিকা ঘোষ বসু, সৃজন ভট্টাচার্য, কলতান দামগুপ্ত, সায়নদীপ মিত্র–সহ মোট ৪৩ জন নারী নেতা ও কর্মী। তাঁদের তরফে আইনজীবী ইয়াসিন রহমান জানান, ভূয়ো ভাষ্করিন কাণ্ডে ২৮ জন কলকাতা পুরসভার সামনে একটি বিক্ষোভ জমায়েত হয়। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। পরে থানা থেকে জামিন দেওয়া হলেও তারা ব্যাঙ্কশাল আদালতের মুখ্য মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতে জামিন গ্রহণ করেন। প্রত্যেককে ৫০০ টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

» প্রতারক ধৃত

কম্পিউটার মেশিন ভাইরাস মুক্ত করার নামে বিদেশি নাগরিকদের প্রতারণার আরও একটি চক্রের হদিশ পেলে কলকাতা পুলিশ। বৃথবার রাতে সল্টলেকের একটি কল সেন্টারে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় কল সেন্টারের মালিক সন্দীপ চৌধুরিকে। এছাড়াও গ্রেপ্তার হয়েছে সৈয়দ মঈনুদ্দিন, আমান দুবে, মহম্মদ আদিশ, তমর আলম, মহম্মদ জুবের, সুরজিং গুপ্ত, মহম্মদ আমজাদ আনসারি, এহসান আহমেদ, জৈয়ব হোসেন, আশিবুল রহমান, শাহবাজ খান। ধৃতদের ৭ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এআইইউয়ের নতুন সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত সুরঞ্জন দাস

আজকালের প্রতিবেদন

দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গঠিত সংগঠনের নতুন সহ-সভাপতি হলেন রাজ্যের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। প্রায় দু’দশক পর বাংলার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কেন্দ্রীয় এই সংগঠন, অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ (এআইইউ)–এর অন্যতম পাদধিকারী নির্বাচিত হলেন। সেদিক দিয়ে দেখলে বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সুরঞ্জনবাবু এর আগে ইউজিসি, ন্যাক–সহ কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একাধিক সংস্থায় ছিলেন। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র ঘটনার পর এই সংস্থাগুলি থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফের তাকেই আবার এআইইউ–র সহ-সভাপতি করার ক্ষেত্রে সুরঞ্জনবাবুর মেধা, চিন্তাভাবনা এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাই কারণ বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। এক বছরের জন্য এআইইউ–র সহ-সভাপতি হয়েছেন সুরঞ্জনবাবু। ১ জুলাই থেকেই তার কার্যকালের মেয়াদ শুরু হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল পঙ্কজ মিশ্রকে সুরঞ্জনবাবুকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জামিয়েছেন। চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল ভার্চুয়ালি এআইইউ–র ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই এআইইউ–র অন্তর্গত। এ নিয়ে সুরঞ্জনবাবু বলেন, ‘আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার যে উন্নতি ও ব্যাপ্তি ঘটেছে, তা দেশের সামনে ভুলে ধরাই হবে লক্ষ্য। একই সঙ্গে দেশের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। জাতীয় শিক্ষানীতির ফলে প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে দ্যায়লঞ্জে মুখামুখি হয়েছে তার মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, সেদিকও গুরুত্ব দেব।’

অ্যাক্টিভিটি টাস্কের মূল্যায়নের নির্দেশ দিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর

আজকালের প্রতিবেদন

মিড–ডে মিলের সঙ্গে দেওয়া অ্যাক্টিভিটি টাস্কের মূল্যায়নের নির্দেশ দিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এতদিন রাজ্যের স্কুলগুলিতে মিড–ডে মিল বলির সঙ্গেই পড়ুয়ারে অভিভাবকদের হাতে অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ভুলে দেওয়া হচ্ছিল। সেই টাস্ক পড়ুয়ারা বাড়িতে সমাধান করত। পরবর্তী মিড–ডে মিল বলির দিনগুলিতে অভিভাবকরা তা স্কুলে এসে জমা দিতেন। এতদিন বিভিন্ন স্কুলে গত বছরের অ্যাক্টিভিটি টাস্ক সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনে এভাবেই পুরো বিষয়টি চলছিল। এবার সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই টাস্ক মূল্যায়ন করে পড়ুয়া অর্থবা তার অভিভাবককে জানানো বলা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা–সহ একাধিক জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক–ডিআই) স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকা জারি করেছে। অনেক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইতিমধ্যে পড়ুয়াদের করা অ্যাক্টিভিটি টাস্কের খাতা স্কুলে গিয়ে এয়েছেন। করোনা আবহে ও বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করায়, বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন অ্যাক্টিভিটি টাস্কের মূল্যায়নের দাবি জানাচ্ছিল। যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়ুয়া অভ্যাস বজায় থাকে। পাশাপাশি তারা কতটা কী শিখছে, কোথায় খামতি, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। তবে ক্লাসভিত্তিক দেওয়া এই অ্যাক্টিভিটি টাস্কের প্রশ্নের পাশে কোনও নম্বর না থাকায় মূল্যায়ন কীভাবে করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক নবকুমার কর্মকার। প্রধান শিক্ষকদের একটি সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতির বক্তব্য, সব শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্য কর্মীরা স্কুলে না এলে কীভাবে সব পড়ুয়ার অভিভাবকদের মধ্যে এই টাস্ক বিলি করা হবে।



নতুন উদ্যমে নতুন ধারাবাহিকের কাজ শুরু টালিগঞ্জের স্টুডিওয়। হাজির কলাকুশলীরা। কোথাও তেরি হচ্ছে সেট। অন্তত ৬টি ধারাবাহিকের কাজ শুরু হচ্ছে বিভিন্ন স্টুডিওয়। ‘শ্রীকৃষ্ণভক্ত মীরা’র শুটিং শুরুর আগে মেক-আপে ফাইনাল টাচ। টেকনিশিয়াল স্টুডিওয়। বৃহস্পতিআর। ছবি: সুপ্রিয় নাগ

রাজ্যপালকে বরখাস্তের দাবি তৃণমূলের



নথিপত্র হাতে সুখেন্দুশেখর রায়। তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে। বৃহস্পতিবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

● ১ পাতার পর সুখেন্দু এদিন অভিযোগ করেন, ভ্যাকসিন কেলেঙ্কারির নায়ক দেবাঞ্জন দেবের দেহরক্ষী রাজাপালের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ঢোকে কীভাবে? তিনি বলেন, ‘কোনও খোঁজখবর না নিয়েই জগদীপ ধনকড়কে বাংলায় রাজাপাল করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হল না। কেন্দ্র গায়ের জোরে সব কাজ করছে। তৃণমূলের জয়কে বিজেপি মেনে নিতে পারছে না। রাজাপালের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে দেবাঞ্জনের দেহরক্ষী ঢোকে কীভাবে, তা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে আমরা ধনকড়ের ইস্তফার দাবি তুলব। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মেন্নে রাজাপালের জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে টুইটও করেন।’ সাংবাদিক বৈঠকে সুখেন্দু বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে রাজ্যপাল বিজয়মতাবাদীদের মদত দিয়ে এসেছেন। তিনি বাংলা ভাগ করার জন্য উসকানি দিচ্ছেন। রাজ্যের ইতিহাস তিনি জানেন না। দার্লিলিঙে কয়েকজন বিজেপি নেতারা সঙ্গে বৈঠক করেন। এত দুর্নীতগ্রস্ত রাজ্যপাল আমরা আগে দেখিনি। প্রতিনিয়ত তিনি টুইট করে প্রশাসনের দুর্নীত করছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন। সংসদের অধিবেশনে এ সব নিয়ে আলোচনা হবে। ২৯ জুন আমরা তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করি। ওই দিন সঙ্কেয় রাজভবনে রাজাপাল সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি অনেককে ধমকাত্মিলেন। আমাদের কাছে ওর সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। তদন্তকারীরা চাইলে সব দেব।’ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে সুখেন্দুর অভিযোগ, ‘কমিশনের প্রতিনিধিরা যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে বিজেপি-র সরকার নেই। ইচ্ছে করে বেছে বেছে তারা এই শহরগুলিতে যাচ্ছেন। অসমে যখন নাগরিকত্ব নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে, সে সময় আমরা অসম যেতে চেয়েছিলাম। আমাদের শিলচর বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়। এই অবরুদ্ধ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, মমতা ব্যানার্জির প্রতিবাদ। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সকলকে জোট বাঁধতে হবে। মমতা সেই চেষ্টাই করছেন।’

হানকে হেফাজতে নিল উত্তরপ্রদেশের পুলিশ

অভিজিৎ চৌধুরি

মালদা, ১ জুলাই

ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী চীনা নাগরিককে মালদা থেকে তদন্তের জন্য উত্তরপ্রদেশ নিয়ে গেল এটিএস (অ্যাটি টেরোরিজম স্কোয়াড)। বৃথবার রাতে ট্রেনে করে ওই চীনা নাগরিককে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে যখন এটিএসের অফিসাররা। এটিএসের জেরায় যাতেো চীনা নাগরিক হান জুনওয়ার ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিশদ তথ্য হাতে আসতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্তারা। উল্লেখ্য, গত ১০ জুন কালিয়াচক থানার মিলিক সুলতানপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করার সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে ওই চীনা নাগরিক। এরপর তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় উন্নতমানের একটি ল্যাপটপ, দুটি আইফোন, বাংলাদেশি সিম–সহ বেশ কিছু সিমকার্ড। এছাড়া উদ্ধার হয়েছে পেনড্রাইভ, মানি ট্রানজ্যাকশন মেশিন, দুটি মাস্টার কার্ড, আমেরিকান ডলার। ধৃত চীনা নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কালিয়াচক থানার পুলিশ প্রথমে নিজেদের হেফাজতে নেয়। এরপর রাজ্য এসটিএফের কর্তারা আদালতের মাধ্যমে ১০ দিনের হেফাজতে নেয় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও চীনা নাগরিককে।

করোনার ধাক্কা সামলাতে ব্যয় সঙ্কোচ করছে রাজ্য

রিনা ভট্টাচার্য

করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ডেউ সামলাতে স্বাস্থ্য খাতে রাজ্য সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে অন্যান্য খাতে ব্যয় সঙ্কোচ করার পথে হটল রাজ্য। ৩০ জুন অর্থ দপ্তর এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ লাগু থাকবে। এই নির্দেশিকায় সরকারি দপ্তর ও সরকার অধীনস্থ সংস্থাগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও রকম গাড়ি, কম্পিউটার, তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত জিনিসপত্র, আসবাবপত্র, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, চিঠি এবং অফিস সংক্রান্ত সরঞ্জাম কেনার অনুমতি দেওয়া হবে না। স্কুল, কলেজ, গৃহস্থারও হাসপাতালের প্রয়োজনে কোনও বাড়ি তৈরি করা হলে, তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জরুরি ভিত্তিতে কেনা যেতে পারে। তবে তার জন্য অর্থ দপ্তরের আগাম অনুমোদন প্রয়োজন। কোনও সরকারি দপ্তরের সংস্কার বা সৌন্দর্যায়নের জন্য টাকা খরচ করা যাবে না। জনস্বাস্থ্য ছাড়া কোনও নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়া যাবে না। কোনও সরকারি অধিকারিক নিজেই চেয়ার মেরামতির কাজও করতে পারবেন না। নতুন করে গাড়ি

ভাড়া করা যাবে না। নতুন কর্মী নিয়োগও হবে না। সরকারি আধিকারিকরা অফিসের কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য বিমানের ইকনমি ক্লাসই ব্যবহার করতে পারবেন। জিপিএফ থেকে টাকা তোলার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ লাগু করলে সরকার। পড়াশোনা, বাড়ি কেনা বা মেরামতি এবং চিকিৎসার জন্যই শুধুমাত্র টাকা তোলার অনুমতি দেওয়া হবে। মোটর সাইকেল ও কম্পিউটার কেনার জন্য অগ্রিম দেওয়ার বিষয়টিও এখন বন্ধ থাকছে। বৈঠক এবং অস্থানীয় খাওয়াদাওয়া বাবদ খরচ যতটা সম্ভব কমাতে হবে। পূর্ত এবং নগরোন্নয়ন দপ্তর এতদিন অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারত। নতুন নির্দেশিকায় তা কমিয়ে দেড় কোটি টাকা করা হল। অন্যান্য দপ্তরকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচের অনুমোদন দেওয়া হল। তবে, কোভিড ১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তর ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবে।

তবে কর্মীদের বেতন, ভাতা এবং পেনশন দেওয়ার ওপরে এই বিধিনিষেধ লাগু হবে না। এছাড়াও রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, খাদ্যসাহাী, জয় বাংলা, শিক্ষাশ্রী, সামাজিক সুরক্ষা যোজ্ঞনার মতো সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।


শিয়ালদায় এবার ক্রেতা সুরক্ষা আদালত


আজকালের প্রতিবেদন

শিয়ালদা আদালতে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হল। বৃহস্পতিবার সকালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। শিয়ালদা আদালতের সিভিল কোর্ট বার



শিয়ালদা কোর্ট ভবনের চতুর্থ তলে নবগঠিত জেলা উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে, মলয় ঘটক। রয়েছেন নারায়ণ সরকার, ধীমান বিশ্বাস, অমল দে ও শেখর রায়। বৃহস্পতিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

<div>  <div> <div>বैंक ऑफ बरूडा</div> <div>Bank of Baroda</div> </div> </div>	<div> <div>জোনাল স্ট্রেসড অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা</div> <div>২১ এ সদানন্দ রোড, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০ ০২৬</div> <div>টেলি নং ০৩৩-২৪১৯৬৪৩৪/৬২২৪/ই-মেল: ARMCAL@bankofbaroda.com</div> </div>
<div> <div>চিঠি নং: BOB/ZOSARB/2021-22</div> <div>তারিখ: ২৯.০৬.২০২১</div> </div> <div> <div>১. মেসার্স জুপিটার কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারারস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৬ পতিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০ ০০১</div> <div>২. শ্রী বাবুল বিশ্বাস (ডিরেক্টর এবং জামিনদার), ৬, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০ ০০১</div> <div>৩. শ্রী সুরজিৎ কুমার দাস (ডিরেক্টর এবং জামিনদার), ৭ নং মায়রগঞ্জ রোড, থানা-ইকবালপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৩</div> </div> <div> <div>মহাশয়,</div> <div>জুপিটার কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারারস প্রাি লিঃ এবং তার ডিরেক্টরগণ/অংশীদারগণ/স্বত্বাধিকারী/জামিনদারগণকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণা করবার জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং তার বিরোধিতায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ।</div> <div>আমরা আপনাদের উক্ত শিরোনামযুক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে লিখিতভাবে জানাচ্ছি যে, সুস/কিউ প্রদান না করার কারণে উক্ত অ্যাকাউন্টটি ৩১.০১.২০১৩ তারিখে এই ব্যাঙ্কের বইতে অনুপাদক পরিসম্পদ ঘোষিত হয়েছে।</div> <div>আমরা আপনাদের আরও লিখিতভাবে জানাচ্ছি যে, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি সম্পর্কিত আমাদের ব্যাঙ্কের এগজিকিউটিভদের কমিটির নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং আপনাদের তরফে কৃতকর্তা ও জট, কোম্পানি এবং ডিরেক্টরগণের তরফে কৃত ঋকতির দলিলনথি ও লিখিত কাগজপত্রের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত কারণ সমূহেরে জন্য উক্ত কোম্পানি এবং ডিরেক্টরগণ/অংশীদারগণ/স্বত্বাধিকারী/জামিনদারগণকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে আর বি আই নির্দেশিকা অনুযায়ী।</div> <div>১) এন পি এ তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা মজুত/বই ঋণের থেকে প্রাপ্ত অর্থ অ্যাকাউন্টে জমা করেননি এবং অ্যাকাউন্টের ব্যবসা শূন্য হয়েছে এবং তহবিলগুলি সেই কাজে ব্যবহার করা হয়নি।</div> <div>(ঋণগ্রহীতাগণকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার কারণ সমূহ)</div> <div>রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুসারে এবং ন্যায়বিচারের নীতি বহাল রাখতে, আপনাদের অ্যাকাউন্ট এবং আপনাদেরকে এই ব্যাঙ্ক কেনে ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী হিসেবে প্রের্ষবদ্ধ করবে না, এই চিঠি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সার্থকতা বরা কাগজগুলি আমাদের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টরের নেতৃত্বাধীন এগজিকিউটিভ কমিটির কাছে পাঠাতে পারেন (যদি আপনারা ইচ্ছুক হন)। আপনাদের বক্তব্য জমা পড়ার পর আপনাদের ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী হিসেবে প্রের্ষবদ্ধকরণে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যক্তিগত প্তানির ব্যবস্থা করা বা না-করার অধিকার এই কমিটির থাকবে।</div> <div>অগ্রহণ করে যেমাল রাখবেন, এই চিঠি পাওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যদি আপনাদের ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী ঘোষণার ব্যস্তের আওতাহে বিরুদ্ধে আপনাদের বক্তব্য জমা না পড়ে, সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং আপনাদের অ্যাকাউন্টটি ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী হিসেবে প্রের্ষবদ্ধ করবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপকারীদের নাম ও ছবি সর্বাবস্থায় প্রকাশ করা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে জারি করা বিমান নির্দেশিকা অনুসরণে বকেয়া পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।</div> <div>ইচ্ছাকৃত খেলাপকারীদের ক্ষেত্রে কমিটি অফ এগজিকিউটিভস (সিওই)-এর নির্দেশিকা মোতাবেক এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল।</div> <div>আপনাদের বিশ্বাসভাজন</div> <div>চিফ ম্যানেজার/নিম্নের ম্যানেজার/ম্যানেজার</div> </div>	

<div>  <div> <div>बैंक ऑफ बरूडा</div> <div>Bank of Baroda</div> </div> </div>	<div> <div>জোনাল স্ট্রেসড অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা</div> <div>২১এ সদানন্দ রোড, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০২৬</div> <div>টেলি নং ০৩৩-২৪১৯৬৪৩৪/৬২২৪/ই-মেল: ARMCAL@bankofbaroda.com</div> </div>
<div> <div>চিঠি নং: BOB/ZOSARB/2021-22</div> <div>তারিখ: ২৯.০৬.২০২১</div> </div> <div> <div>১. মেসার্স রাজহংস জুয়েলার্স প্রাি লিঃ ১২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি, উষা কিরণ বিল্ডিং, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০২৭</div> <div>২. শ্রী পূর্ণেশ্বর বৈদ্য (ডিরেক্টর এবং জামিনদার), ৩৩ শেখাপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০২৭</div> <div>৩. শ্রী লোকেশ পোদ্ধার (ডিরেক্টর এবং জামিনদার), এটি-৩০, সেন্ট্রল-১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪</div> <div>৪. শ্রীমতী কোকিলা দেবী বৈদ্য (ডিরেক্টর), ৩৩ শেখাপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০২৭</div> </div> <div> <div>মহাশয়,</div> <div>বিষয়: মেসার্স রাজহংস জুয়েলার্স প্রাি লিঃ এবং তার ডিরেক্টরগণ/অংশীদারগণ/স্বত্বাধিকারী/জামিনদারগণকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণা করার জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং তার বিরোধিতায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ।</div> <div>আমরা আপনাদের উক্ত শিরোনামযুক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে লিখিতভাবে জানাচ্ছি যে, সুস/কিউ প্রদান না করার কারণে উক্ত অ্যাকাউন্টটি ২৮.০৯.২০১১ তারিখে এই ব্যাঙ্কের বইতে অনুপাদক পরিসম্পদ ঘোষিত হয়েছে।</div> <div>আমরা আপনাদের লিখিতভাবে আরও জানাচ্ছি যে, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি সম্পর্কিত আমাদের ব্যাঙ্কের এগজিকিউটিভদের কমিটির নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং আপনাদের তরফে কৃতকর্তা ও জট, কোম্পানি এবং ডিরেক্টরগণের তরফে কৃত ঋকতির দলিলনথি ও লিখিত কাগজপত্রের ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত কারণসমূহেরে জন্য উক্ত কোম্পানি এবং ডিরেক্টরগণ/অংশীদারগণ/স্বত্বাধিকারী/জামিনদারগণকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে আরবিআই নির্দেশিকা অনুযায়ী।</div> <div>১) এনপিএ তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা মজুত/বই ঋণের থেকে প্রাপ্ত অর্থ অ্যাকাউন্টে জমা করেননি এবং অ্যাকাউন্টের ব্যবসা শূন্য হয়েছে এবং তহবিলগুলি সেই কাজে ব্যবহার করা হয়নি।</div> <div>(ঋণগ্রহীতাগণকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার কারণসমূহ)</div> <div>রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুসারে এবং ন্যায়বিচারের নীতি বহাল রাখতে, আপনাদের অ্যাকাউন্ট এবং আপনাদেরকে এই ব্যাঙ্ক কেনে ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী হিসেবে প্রের্ষবদ্ধ করবে না, এই চিঠি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সার্থকতা বরা কাগজগুলি আমাদের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টরের নেতৃত্বাধীন এগজিকিউটিভ কমিটির কাছে পাঠাতে পারেন (যদি আপনারা ইচ্ছুক হন)। আপনাদের বক্তব্য জমা পড়ার পর আপনাদের ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী হিসেবে প্রের্ষবদ্ধকরণে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যক্তিগত অনারির ব্যবস্থা করা বা না-করার অধিকার এই কমিটির থাকবে।</div> <div>অগ্রহণ করে যেমাল রাখবেন, এই চিঠি পাওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যদি আপনাদের ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী ঘোষণার ব্যস্তের আওতাহে বিরুদ্ধে আপনাদের বক্তব্য জমা না পড়ে, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং আপনাদের অ্যাকাউন্টটি ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী হিসেবে প্রের্ষবদ্ধ করবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপকারীদের নাম ও ছবি সর্বাবস্থায় প্রকাশ করা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে জারি করা বিমান নির্দেশিকা অনুসরণে বকেয়া পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।</div> <div>ইচ্ছাকৃত খেলাপকারীদের ক্ষেত্রে কমিটি অফ এগজিকিউটিভস (সিওই)-এর নির্দেশিকা মোতাবেক এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল।</div> <div>আপনাদের বিশ্বাসভাজন</div> <div>চিফ ম্যানেজার/নিম্নের ম্যানেজার/ম্যানেজার</div> </div>	